মুফতি মুহাম্মাদ সালমান মানসুরপুরি

দুরুদ ও সালামের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিসকুল খিতাম

দুরূদ ও সালামের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিসকুল খিতাম

মুফতি মুহাম্মাদ সালমান মনসুরপুরি
মুফতি ও মুহাদ্দিস, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

অনুবাদক
নাজমুল ইসলাম কাসিমী
ফাজিল, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

সম্পাদক
মাওলানা আতাউল হক জালালাবাদী
জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ হজরত শাহজালাল রাহ., সিলেট

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৭

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬০, US $ 4, UK £ 3

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক : **নহলী**

অনলাইন পরিবেশক : **রকমারি, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া

ISBN : 978-984-96764-7-8

Miskul Khitam
by **Mufti Salman Monsurpuri**

by Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

বিসমিহি তাআলা

মুখবন্ধ

হামদ ও সালাতের পর।

উভয় জাহানের সরদার, রাহমাতুল্লিল আলামিন, মানবহিতৈষী সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ মুসতাফা ﷺ-এর খিদমতে দুরুদ পাঠানো প্রত্যেক মুমিনের জন্যই পরম সৌভাগ্যের বিষয়; আর এ উদ্দেশ্যেই সংক্ষিপ্ত এ রচনা।

প্রথমত গ্রন্থের শুরুতে দুরুদ শরিফের সংক্ষিপ্ত ফজিলত একত্রিত করেছি, এরপর পাঠকদের জন্য সহজ হবে—এই বিবেচনায় বাছাইকৃত ও মনোনীত ৪০টি দুরুদ সন্নিবেশিত করেছি। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু দুআ সংযোজন করেছি, যেগুলোর ব্যাপারে কবুল হওয়ার বেশ আশা করা যায়।

দুআ করি, আল্লাহ যেন গ্রন্থটির সংকলক, পাঠক, প্রকাশক ও পরিবেশকসহ সকলের জন্য মুক্তি, আখিরাতে সারওয়ারে আলম রাসুল ﷺ-এর সান্নিধ্য ও তাঁর বরকতময় শাফাআতপ্রাপ্তির অসিলা বানান এবং আমাদের অধিক দুরুদ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমিন।

মুহাম্মাদ সালমান মনসুরপুরি
২১ জিলকদ ১৪৩৩

পবিত্র কুরআনে দুরুদ ও সালামের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى﴾

> বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম। [সুরা নামল : ৫৯]

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব ﷺ-এর উঁচু মর্যাদা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করে বলেন,

﴿إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

> আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবির প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ, তোমরা নবির জন্য রহমতের দুআ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো। [সুরা আহজাব : ৫৬]

এ আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবিজির প্রতি সালাতের অর্থ হলো, নবিজির ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ ফিরিশতাদের সামনে তাঁর প্রশংসা করেন; আর ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে সালাতের অর্থ হলো, তাঁরা রাসুলের জন্য রহমতের দুআ করেন। অপরদিকে

মুমিনের পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম নবিজির জন্য রহমত ও শান্তির দুআ করার অর্থে এসেছে। আসমান ও জমিনে সব জায়গায় রাসুল ﷺ-এর অবস্থান ও মর্যাদা এত উঁচু যে, অন্য কোনো সৃষ্টি এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম নয়। এটা বর্ণনা করাই এই আয়াতের উদ্দেশ্য।[১]

আলিমগণের অভিমত হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জীবনে কমপক্ষে একবার দুরুদ পাঠ করা ফরজ এবং যে বৈঠকে নবিজির পবিত্র নাম শুনবে, সেখানে দুরুদ শরিফ একবার পাঠ করা ওয়াজিব; আর যদি ওই বৈঠকে নবিজির পবিত্র নাম বার বার উচ্চারিত হয়, তাহলে প্রতিবার দুরুদ পড়া মুসতাহাব।

মোটকথা, মানুষ যত বেশি দুরুদ পড়বে, তত বেশি উপরিউক্ত আয়াতের বিধান পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে।

ইমাম শামি রাহ. বলেন,[২]

> দলিলের চাহিদা হলো—জীবনে অন্তত একবার হলেও দরুদ পাঠ করা ফরজ। এবং যতবার (নবিজির) নাম উচ্চারণ করা হবে ততবার জবাব দেওয়া ফরজ, (মানে, ততবার দরুদ পড়া ফরজ) তবে যদি একই মজলিসে হয়, তাহলে একবার পাঠ করলেই হবে; কিন্তু (প্রতিবার নাম উচ্চারণের সঙ্গে) প্রতিবার পড়াটা মুসতাহাব।

[১] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ১০৬৭।

[২] *শামি, জাকারিয়া* : ২/২২৮।

নবিজির নাম উচ্চারিত হলে দুরুদ পাঠ না করা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার

যার সামনে রাসুল ﷺ-এর নাম উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে দুরুদ পাঠ করে না, তাহলে সে চরমভাবে বঞ্চিত হলো। কেননা, নবিজি ﷺ বলেন,

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ .

> সে অপমানিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হয়; কিন্তু সে দুরুদ পাঠ করে না।[৩]

হুসাইন ইবনু আলি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

> যে আমার নাম উল্লেখ হওয়ার পর দুরুদ পাঠ করা ভুলে যায়, সে জান্নাতের রাস্তাও ভুলে যাবে।[৪]

আলি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

> ওই ব্যক্তি বড়ই কৃপণ, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ

---

[৩] *সুনানুত তিরমিজি; মিশকাত* : ১/৮৬।

[৪] তারগিব ও তারহিব : ৩৮৪।

করা হয়; আর সে দুরুদ পাঠ করে না।[৫]

আবু জার রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

> একবার আমি রাসুল ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হই। তখন রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কৃপণ কে, আমি কি তা বলে দেবো না?' সাহাবিগণ আরজ করলেন, 'আল্লাহর রাসুল, কেন নয়!' তখন রাসুল ﷺ বলেন, 'যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়; আর সে আমার ওপর দুরুদ পাঠ করে না, সে হলো সবচেয়ে বড় কৃপণ।'[৬]

এ ধরনের বর্ণনাসমূহের ওপর ভিত্তি করে মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ বলেন, 'কোনো মজলিস বা অনুষ্ঠানে রাসুল ﷺ-এর নাম উল্লেখের পর কমপক্ষে একবার দুরুদ পড়া ওয়াজিব।'[৭]

[৫] মিশকাত : ১/৮৭।

[৬] তারগিব ও তারহিব : ৩৮৫।

[৭] শামি, জাকারিয়া : ২/২২৭।